দৈনিক ইনকিলাব
তারিখ ... AUG 5 ... পৃঃ ৫ কলাম ৬ ...

73

মসজিদে গাউসুল আযমে জুমআর খুৎবার পূর্বে দরসে কোরআন ও দরসে হাদীস

মাদ্রাসা বন্ধের ষড়যন্ত্র রুখতেই হবে

মাওলানা এম, এ, মান্নান

ইসলাম জ্ঞান অর্জনকে ফরজ করেছে। অজ্ঞতা হল অভিশাপ।

রাসূলে পাক (সাঃ) বলেন, জ্ঞান অর্জন প্রতিটি নরনারীর উপর ফরজ।

মহান আল্লাহ পাক জ্ঞান অর্জনের প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাই তিনি রাসূলে পাক (সাঃ)-এর নিকট অহীর প্রথম শব্দটি 'ইকরা' দিয়ে শুরু করেছিলেন। অর্থাৎ জ্ঞান অর্জন কর, জ্ঞানহীন ব্যক্তি ইসলামকে বুঝবে না। আল্লাহ পাকের অস্তিত্ব সম্পর্কে ধারণা করতে পারবে না।

আল্লাহ পাক নিজেই বলেছেন, "আমি মানব জাতির জন্য যে সমস্ত দৃষ্টান্ত পেশ করি, তা একমাত্র আলেম (জ্ঞানী) ছাড়া অন্যরা বুঝতে পারে না।" (সূরা আনকাবুত আ. ৪৩)

অর্থাৎ আল্লাহ পাকের তাওহীদের স্বরূপ বর্ণনা করে যে দৃষ্টান্তগুলো পেশ করা হয়, সেগুলোর তাৎপর্য মূর্খদের পক্ষে বুঝে উঠতে কিছুতেই সম্ভব না।

আল্লাহপাক অন্যত্র বলেছেন, "বল, যারা জ্ঞান লাভ করেছে এবং যারা করে নাই, তারা কি সমমর্যাদার অধিকারী?" (সূরা জুমার আ.৯)

রাসূলে পাক (সাঃ) সাধারণ জ্ঞানীকে আলেম বলেন নাই। তিনি আলেম-এর যে সংজ্ঞা দিয়েছেন, তা হল আলেম ঐ ব্যক্তিকে বলা হবে, যিনি সাধারণ জ্ঞান অর্জন করার সাথে সাথে আল্লাহ পাকের কালাম নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেন, তার ইবাদত-বন্দেগীতে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। এবং তার অসন্তুষ্টির কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখেন। তার মানে কোরআন হাদীসের কতগুলো শব্দ বুঝে নিলেই তাকে আলেম বলা হবে না।

প্রকৃত আলেম হওয়ার জন্য দুইটি শর্ত। (১) কোরআন হাদীস বুঝা (২) এর উপর আমল করা।

কোন আলেম যদি বা-আমল না হয়, তাহলে বুঝতে হবে তিনি কোরআন হাদীস বুঝেনই নি। কারণ, বুঝলে আমল অবশ্যই করতেন।

ধরুন, আপনি বুঝলেন যে, বিষ পান করলে মৃত্যু অবধারিত। এখন কি আপনি বিষ পান করবেন? ওষুধ খেলে রোগ ভাল হবে, আপনি কি ওষুধ খাওয়া থেকে বিরত থাকবেন? থাকবেন না। কারণ এ ব্যাপারে আপনি জ্ঞান অর্জন করে ফেলেছেন। কাজেই জোর করে কেউ আপনাকে বিষ পান করাতে পারবে না। আর ওষুধ খাওয়া থেকেও বিরত রাখতে পারবে না। আর আপনার যদি সেই জ্ঞান না থাকে? তাহলে বিষকেও ওষুধ মনে করে খেয়ে ফেলতে পারেন, যা আপনার জন্য ডেকে আনবে মারাত্মক পরিণতি।

ইসলাম হল যুক্তিপূর্ণ বিজ্ঞানময় ধর্ম। কোরআনের নাম হল বিজ্ঞানময় কোরআন। আল্লাহ পাক কোরআনকে পাঠিয়েছেন বুঝে পড়ার জন্য এবং সে অনুযায়ী আমল করার জন্য। আর কোরআন বুঝতে হলে আলেম হতে হবে। আলেম হওয়ার জন্য মাদ্রাসার প্রয়োজন। কারণ, মাদ্রাসাতে কোরআন-হাদীসের প্রকৃত শিক্ষা দেয়া হয়। কাজেই একজন মুসলমানের জন্য, মুসলমানিত্ব রক্ষা করার জন্য মাদ্রাসার বিকল্প নেই।

আল্লাহপাক মানুষকে সৃষ্টি করেছেন একমাত্র তাঁর ইবাদত করার জন্য। অন্য কোন কাজের জন্য সৃষ্টি করেননি।

প্রশ্ন হতে পারে, যদি সারাদিন ইবাদতেই মগ্ন থাকতে হয়, তাহলে সংসার চলবে কিভাবে? দুনিয়াবী কাজ-কর্মই বা চলবে কিভাবে?

উত্তর হল, হ্যাঁ, সবই চলবে ইবাদত এবং দুনিয়াবী কাজ কর্মও চলবে। তারপরও আল্লাহপাকের হুকুমের বরখেলাপ হবে না। দুনিয়াবী কাজ-কর্মগুলো সবই ইবাদতে গণ্য হয়ে যাবে। তবে সেটি হতে হবে আল্লাহপাকের নির্দেশ অনুযায়ী।

এখন কোন্ কাজটা আল্লাহপাকের নির্দেশ অনুযায়ী হল আর কোন্ কাজটা আল্লাহপাকের নির্দেশের পরিপন্থি- সেটি শিক্ষা দেয় মাদ্রাসা। মাদ্রাসা আরো যেসব বিষয় শিক্ষা দেয় তার মধ্যে রয়েছে, কারো উপর জুলুম-অত্যাচার-নির্যাতন করো না, কারো সাথে অন্যায় আচরণ করো না। কারো হক নষ্ট করো না। চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, মস্তানী কাজে অংশগ্রহণ করো না। ঘুষ, সুদ থেকে দূরে থেক। অন্যায় অশ্লীলতা থেকে দূরে থেক, জিনা, ব্যভিচার এবং অন্যের সম্ভ্রমহানি করো না। হারাম পথে উপার্জন থেকে বিরত থেক। হালাল খাদ্যগ্রহণ করো। হালাল পথে চলো ইত্যাদি ইত্যাদি। উপরোল্লিখিত বিষয়গুলো শিক্ষা দেয় মাদ্রাসা।

আল্লাহপাকের অহদানিয়াতের শিক্ষা দেয়া হয় মাদ্রাসায়। এই জীবনের পর আর একটি জীবন আছে। যেখানে বিচার হবে সকল প্রকারের অন্যায়ের। তারপর বিচারের ফায়সালা অনুযায়ী বেহেস্ত-দোযখ নির্ধারিত হবে। এটি প্রতিটি মুসলমানের বিশ্বাস, ঈমান।

আর এগুলো শিক্ষা দেয়া হয় মাদ্রাসায়। শিক্ষাই মানুষকে নৈতিকতাবিরোধী কাজ থেকে বিরত থাকার উপদেশ দেয়। মাদ্রাসা শিক্ষাই মানুষকে দেশের প্রতি, দেশের মানুষের প্রতি, ভালবাসা, কর্তব্য ও দায়িত্ববোধ সচেতন করে। দেশের জন্য জীবন দিতে উদ্বুদ্ধ করে। বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে, দেশের মানুষ এবং সম্পদকে রক্ষার জন্য জেহাদে অংশগ্রহণ করতে অনুপ্রাণিত করে। মাদ্রাসা শিক্ষাই মানুষকে আত্মসচেতন করে।

সবচেয়ে বড় যে কাজটি মাদ্রাসা শিক্ষার ফলে সম্ভব হয়, সেটি হল, আল্লাহ পাকের কোরআন এবং রাসূলে পাক (সাঃ)-এর হাদীসের মূল তত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা। যার উপর নির্ভর করে চিরস্থায়ী জীবনের সফলতা।

ইহজগৎটা হল ক্ষণস্থায়ী। চিরস্থায়ী জীবন হল কিয়ামতের পর থেকে যে জীবন শুরু হবে। তবে ইহজগৎ ক্ষণস্থায়ী হলেও এর গুরুত্ব অত্যধিক কারণ এই জগতের কর্মফলের ওপরই নির্ভর করে পরকালীন সুখ। কাজেই কর্মফলটা এমন হতে হবে, যাতে পরকালীন জীবনের সুখের পথে কোন প্রকারের প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি না হয়। আর এই সঠিক কর্মসম্পাদনের দিকনির্দেশনা প্রদান করে মাদ্রাসা শিক্ষা, তাই দেখা যায় মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিতরাই রুখে দাঁড়িয়েছিল সকল প্রকার অন্যায়ের বিরুদ্ধে, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে, অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে, স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব হরণকারীদের বিরুদ্ধে, আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ইত্যাদি ইত্যাদি। যার ফলে সমস্ত আগ্রাসনকারী, অপসংস্কৃতিসেবী, বিধর্মী, নাস্তিক, দুর্নীতিবাজ দুষ্কৃতকারী, ব্যভিচারী আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের (সাঃ) দুশমনদের পরম শত্রু হল মাদ্রাসা শিক্ষিত আলেমগণ। কাজেই তাদের ষড়যন্ত্র সফল করার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন আলেম সমাজকে নিশ্চিহ্ন করা, আর এই আলেম সমাজকে নিশ্চিহ্ন করার প্রাথমিক কাজ হল মাদ্রাসা বন্ধ করে দেয়া। মাদ্রাসা বন্ধ হয়ে গেলে কোরআন-হাদীসের শিক্ষায় শিক্ষিতরা থাকবে না। মসজিদের ইমামরা থাকবে না। ওয়ায়েজিনে কেরামরা থাকবে না, বিবাহ বন্ধনের কাজীরা থাকবে না। সকল প্রকার অন্যায়-অত্যাচার, জুলুম-নির্যাতনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর কেউ থাকবে না।

এই সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে এসেছে নাস্তিক, বিধর্মী, খোদাদ্রোহী এনজিও কর্মীরা। তাদের সহায়তায় সর্বশক্তি নিয়ে সহায়তা প্রদান করছে বিশ্বের সমস্ত খোদাদ্রোহীরা। বর্তমানে বাংলাদেশের কিছু অর্বাচীন এই অপশক্তির ক্রীড়নক হয়ে নীরবে কাজ করে যাচ্ছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ইসলামী শিক্ষা বাধ্যতামূলক থাকলেও ধর্মীয় শিক্ষক দেয়া বন্ধ। মাধ্যমিক স্তরে ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক হলেও, এর জন্য যে শিক্ষক নিয়োগ করা হয় তাদের যোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য কোন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেই। মাদ্রাসার আলেম পাসকে এইচএসসি'র সমমর্যাদা দিলেও তাদেরকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ দেয়া হয় না (অর্থাৎ অন্য বিষয়ে)।

ইদানীং নতুন ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। নানা ছল-চাতুরির আশ্রয় নিয়ে মাদ্রাসা বন্ধ করে দেয়া হচ্ছে, বলা হচ্ছে যে, এগুলো ভুয়া মাদ্রাসা।

প্রশ্ন হল। মাদ্রাসা ভুয়া হয় কি করে? আর এগুলোর বিলই হয় কি করে? একটা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করতে হলে প্রায় ১৫টি ধাপ পার হতে হয়। তার মধ্যে জমি মাদ্রাসার নামে ওয়াকফ করে দেয়া, মাদ্রাসার ঘর করা, একটা কমিটি করা, মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করার অনুমতি নেয়া, নিয়মানুযায়ী শিক্ষক নিয়োগ করা, ছাত্রভর্তি করা, মাদ্রাসা বোর্ডের অধীনে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা। তারপর সেই পরীক্ষার সন্তোষজনক ফলাফলের ভিত্তিতে মঞ্জুরির জন্য আবেদন করা। এই ধাপগুলো পার হতে বেশ কয়েকবার মাদ্রাসা বোর্ড, শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিদর্শনের সম্মুখীন হতে হয়। তাদের পরিদর্শনের সন্তোষজনক রিপোর্টের পরই মঞ্জুরির টাকা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে ব্যানবেইজকে নির্দেশ দেয়া হয়। ব্যানবেইজ তখন তাদের নির্ধারিত ফরম পূরণ করে আনুষঙ্গিক কাগজপত্রসহ টিএনও-ডিসির মাধ্যমে পাঠানোর অনুরোধ করে। তার মধ্যে থাকতে হয় প্রতি শিক্ষকের ব্যাংক একাউন্ট। তারা এই ফরম, সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পরীক্ষা করে মঞ্জুরির টাকা ছাড় করে। এখানেই শেষ নয়। প্রতিমাসে শিক্ষকদের বেতন বিল করে টিএনও-ডিসি'র প্রতিস্বাক্ষরসহ বিল জমা দিতে হয়। এরপর শিক্ষকগণ তাদের বেতন ব্যাংক থেকে ছাড় করাতে পারেন। এই ধাপগুলো অতিক্রম না করে কেউ বেতন তুলতে পারেন না।

এরপর যদি বলা হয় মাদ্রাসাটি ভুয়া, তাহলে বলার কিছু কি থাকে? যাদের নিয়মিত পরিদর্শন, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, আদেশ-নির্দেশ, প্রতিস্বাক্ষর ইত্যাদির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত হয়ে আসছে। তাদের কার্যকলাপের কোন প্রকার জবাবদিহি না করে মাদ্রাসা বন্ধ করার পিছনে এটাই কি প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে না যে, এর পিছনে একটা বিরাট ষড়যন্ত্র কাজ করছে এবং যাদের নির্দেশে এই কাজগুলো হচ্ছে তাদের নির্দেশ অমান্য করার শক্তি এবং সামর্থ্য কোনটিই সরকারের নেই। সরকার যদি এটি অস্বীকার করেন তাহলে বলে দিন, ভুয়ার সংজ্ঞা কি?

পরিশেষে বলতে চাই, যত ষড়যন্ত্রই হোক- মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ করার শক্তি কারো নেই। এদেশের তৌহিদী জনতা মাদ্রাসাকে প্রাণের চেয়ে ভালবাসে। মাদ্রাসার প্রতি এই ষড়যন্ত্র ও বিমাতাসুলভ আচরণ কোন মুমিন বরদাশত করবে না। রক্তের শেষ বিন্দু দিয়ে হলেও এদেশের তৌহিদী জনতা এই ষড়যন্ত্রের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিবে।

ষড়যন্ত্রকারীদের উদ্দেশে আল্লাহপাকের এই আয়াতে কারিমা দিয়ে আজকের মত আলোচনা এখানেই শেষ করতে চাই।

আল্লাহপাক বলেন ঃ তারা মুখের ফুঁৎকার দিয়ে আল্লাহর নূরকে নিভিয়ে দিতে চায় আল্লাহ তাঁর নূরকে পূর্ণরূপে বিকশিত করবেন, যদিও কাফেররা তা অপছন্দ করে। (সূরা ছফ, আঃ-৮)

ইসলামের দুশমনরা ইসলামের বিরুদ্ধে তার সূচনালগ্ন থেকেই ষড়যন্ত্র করে আসছে। এমন কোন পন্থা নেই, যা তারা গ্রহণ করেনি। তারপরও ইসলাম তার পদযাত্রা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করেই চলেছে, বাধা যতই আসছে প্রসারতা ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে দুনিয়ার এমন কোন স্থান নেই যেখানে ইসলামের আলো পৌঁছেনি। ইসলামের সত্যতা বিশ্ববাসীর অন্তর জয় করেই চলছে অপ্রতিরোধ্য গতিতে। এটি কিয়ামত পর্যন্ত চলতেই থাকবে। কেউ পারবে না এর গতিতে প্রতিরোধ করতে। তাই আসুন, আমরা সবাই এই মাদ্রাসা বন্ধের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়ে রুখে দাঁড়াই। আল্লাহ আমাদেরকে অবশ্যই সফলতা দান করবেন। আল্লাহপাকই আমাদের একমাত্র ভরসা। আমীন।

অনুঃ মাও একেএম ফারুক